কিতাবুত্ তাওহিদ

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব

মূল ব্যাখ্যা
শায়খ মুহাম্মাদ আল-কারাওয়ি

আনুষঙ্গিক তথ্য সংযোজন এবং ইংরেজি অনুবাদ
সামেহ স্ট্রচ

ভাষান্তর
আশিক আরমান নিলয়

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

কিতাবুত্ তাওহিদ

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব

অনুবাদ-স্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ

জুমাদা-আল-উখরা ১৪৪৩ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০২২

ISBN: 978-984-8046-16-6

নির্ধারিত মূল্য:

স্ট্যান্ডার্ড: ৩৪০ টাকা মাত্র।
প্রিমিয়াম: ৪৫০ টাকা মাত্র।

অনুবাদ-স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারীআহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারীআতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহীহ আল-জামি আস-সাগীর, হাদীস: ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারীআতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [আল-কুরআন ০২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারীআতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারীআতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [আল-কুরআন ০৫: ৮৭]

সূচিপত্র

ঈমান ভঙ্গের কারণ ১১

১. তাওহিদ ১৭

২. তাওহিদের মাহাত্ম্য এবং এর মাধ্যমে গুনাহ মাফ ২৭

৩. বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ ৩৩

৪. শিরকের ভয় ৩৯

৫. তাওহিদের আহ্বান ৪৪

৬. তাওহিদ ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যের অর্থের ব্যাখ্যা ৫০

৭. আংটি, সুতা, বা অনুরূপ জিনিস পরিধান ৫৭

৮. আর-রুক্‌ইয়া এবং আত-তামাইম ব্যবহারের বিধান ৬২

৯. গাছ, পাথর বা অনুরূপ জিনিসের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা ৬৮

১০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কুরবানি ৭২

১১. গাইরুল্লাহর নামে কুরবানি দেওয়ার স্থানে গিয়ে কুরবানি করা ৭৭

১২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে মানত করা ৮০

১৩ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আশ্রয় চাওয়া ৮৩

১৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাহায্যপ্রার্থনা ৮৬

১৫. উপকার করা বা ক্ষতি অপসারণের ক্ষমতা শুধুই আল্লাহর ৯৩

১৬. ফেরেশতাগণের মর্যাদা ১০০

১৭. সুপারিশ ১০৪

১৮. আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দেন ১১৩

১৯. পুণ্যবানদের ভক্তি করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ১১৭

২০. পুণ্যবানদের কবরে ইবাদত ১২২

২১. পুণ্যবানদের কবর উঁচু করা ও সুসজ্জিত করা ১২৮
২২. তাওহিদ রক্ষা ও শিরকের সকল পথ রোধ ১৩১
২৩. এই উম্মাহর মূর্তিপূজারি সম্প্রদায় ১৩৫
২৪. জাদুটোনা ১৪২
২৫. জাদুর কিছু প্রকারভেদ ১৪৮
২৬. গণক-জ্যোতিষী ১৫৪
২৭. জাদু দিয়ে জাদু প্রতিহত করা (আন-নুসরা) ১৫৮
২৮. অমূলক লক্ষণে বিশ্বাস (আত-তাতাইয়ুর) ১৬০
২৯. জ্যোতিষশাস্ত্র ১৬৮
৩০. নক্ষত্রের চলাচলকে বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া না হওয়ার কারণ মনে করা ১৭১
৩১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের চেয়ে অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসা ১৭৬
৩২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করা ১৮২
৩৩. আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ১৮৯
৩৪. আল্লাহর (শাস্তি) পরিকল্পনার বিপরীতে নিজেদের নিরাপদ মনে করা ... ১৯৫
৩৫. বিপদের মুখে ধৈর্যধারণ ২০০
৩৬. আর-রিয়া (লোকদেখানো) ২০৬
৩৭. পার্থিব উদ্দেশ্যে নেক আমল করা শিরক ২১০
৩৮. এমন কোনো নেতার আনুগত্য করা যে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে .. ২১৪
৩৯. তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা ২১৮
৪০. আল্লাহর কোনো নাম ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা ২২৬
৪১. আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার ২৩০
৪২. রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক ২৩৪
৪৩. আল্লাহর নামে শপথ করা ২৩৯
৪৪. আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে মাখলুকের ইচ্ছার কথা উল্লেখ ২৪১
৪৫. সময়কে অভিশাপ দেওয়া মানে আল্লাহর প্রতি অন্যায় করা ২৪৫
৪৬. 'রাজাধিরাজ' ও অনুরূপ সম্বোধন ২৪৮

৪৭. আল্লাহর নামে কোনো মানুষের নাম রাখা ২৪৯
৪৮. দীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ২৫১
৪৯. আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ২৫৪
৫০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সন্তানদাতা মনে করা ২৫৮
৫১. আল্লাহর নাম ও সিফাতমূহ ২৬২
৫২. 'আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'—বলা ২৬৫
৫৩. 'তুমি যদি চাও তাহলে দাও'—ইত্যাদি রকম শর্ত জুড়ে দুআ করা ২৬৬
৫৪. কাউকে 'দাস' বা 'প্রভু' বলে সম্বোধন করা ২৬৮
৫৫. আল্লাহর ওয়াস্তে চাইলে ফিরিয়ে দেওয়া অনুচিত ২৭০
৫৬. বিগত বিষয়ের ব্যাপারে 'যদি এমন হতো' বলা ২৭২
৫৭. বাতাসকে গালমন্দ করা ২৭৬
৫৮. আল্লাহর ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ ২৭৭
৫৯. তাকদির অস্বীকার ২৮০
৬০. প্রাণির ছবি তৈরি ২৮৪
৬১. অতিরিক্ত কসম করা ২৮৯
৬২. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা ২৯৫
৬৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কসম করা ২৯৯
৬৪. আল্লাহ সুপারিশের ঊর্ধ্বে ৩০১
৬৫. তাওহিদের প্রতিরক্ষা ও শিরকের প্রতিরোধ ৩০৩
৬৬. আল্লাহর প্রতি অন্যায় ধারণা ৩০৫

উপসংহার ৩১১
বইয়ে ব্যবহৃত কিছু ইসলামি পরিভাষা ৩১২

সম্পাদকীয়

ঈমান ভঙ্গের কারণ

শিরোনাম দেখে একটু ঘাবড়ানোর কথা। কারণ, আমরা জীবনভর শুনে এসেছি শুধু নামাজ, রোজা, ওযু ইত্যাদি ভঙ্গের কারণ। ঈমান ভঙ্গের কারণের কথা আমরা কমই শুনেছি কিংবা শুনিইনি। এর একটি কারণ হতে পারে নামাজ-রোজা, ওযু ইত্যাদি ভঙ্গের কারণ নিয়ে কথা বলার চেয়ে ঈমান ভঙ্গের কারণ নিয়ে কথা বলা অনেক বিপজ্জনক। সঠিকভাবে এ বিষয়ে কথা বললে অনেক বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হবে, অনেক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হবে, অনেকের স্নেহ কিংবা শ্রদ্ধা থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। এমনকি অনেক মুসলিম দাবিদারদেরও রুদ্ররোষের মুখে তাকে পড়তে হবে।

এই ঈমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ হলো শিরক। কারণ ঈমানের মূলকথা হলো তাওহিদ বা আল্লাহর এককত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা, আর শিরক হলো সেই কাজ, যা তাওহিদকে বিনষ্ট করে দেয়। শিরক ব্যাপারটিকে আমরা অনেকেই শাব্দিক অর্থ পর্যন্ত বুঝি, কিন্তু এর বাস্তব ও প্রায়োগিক বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণাও রাখি না। একটু ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার এঁকে আসি চলুন।

আমরা নামাজের সময় আল্লাহু আকবার বলে 'তাকবিরে তাহরিমা' বাঁধি। এই তাকবিরকে তাকবিরে তাহরিমা (হারাম করার তাকবির) বলার কারণ হলো যে—এই তাকবির বলে হাত বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে নামাজের বাইরের সকল কাজ আমাদের ওপর হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

নামাজের তাকবিরে তাহরিমা বলার পর নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া কাজগুলো করা হলে নামাজ ভেঙে যায়। যেমন: কথা বলা, পানাহার করা ইত্যাদি; তবে দেখুন, নিষেধাজ্ঞার গুরুত্বের দিক থেকে এই নিষিদ্ধ কাজেরও কয়েকটি স্তর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু নিষিদ্ধ কাজ রয়েছে এমন, যা এক আধটু করে ফেললে, ত্রুটিপূর্ণ হলেও নামাজ হয়ে যায়। আবার কিছু রয়েছে এমন, যা করলে নামাজ সম্পূর্ণই বাতিল হয়ে যায়।

ঈমানের ব্যাপারটিও অনেকটা একই রকম। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার্ রাসুলুল্লাহ' তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নির্দেশিত এমন কিছু আকিদা-বিশ্বাস রয়েছে, যা অন্তরে গেঁথে নিতে হয়, আবার কিছু ধ্যানধারণা ও আকিদা-বিশ্বাস এমন রয়েছে, যা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হয়। একইভাবে এমন কিছু হুকুম-আহকাম বা বিধিবিধান রয়েছে, যা পালন করতে হয়। রয়েছে আরও কিছু নিষিদ্ধ কাজ, যেগুলো বর্জন করতে হয়। কেউ ঈমান আনবে কি আনবে না—সে স্বাধীনতা আল্লাহ সবাইকে দিয়েছেন; কিন্তু ঈমান আনলে তার নিয়মকানুন তো মেনে চলতে হবে। যেমন: আপনি কোনো স্কুলে ভর্তি হবেন কি হবেন না—সেই স্বাধীনতা আপনি সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করেন; কিন্তু ভর্তি হলে তো সে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মানতে আপনি বাধ্য।

ঈমানের স্কুলে ভর্তি হলে যে কাজটি সবার আগে এবং সর্বতোভাবে বর্জনীয় তা হলো শিরক। যে কাজটি করলে এই স্কুল থেকে টিসি আবশ্যক, তা হলো শিরক। এই স্কুলের নিয়মকানুনের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে বিভিন্ন স্তরের বিধিবিধান রয়েছে। কিছু রয়েছে এমন, যা ঈমানকে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল করে দেয়। যেগুলো করলে স্কুলে দুর্বল ছাত্র হিসেবে থাকা যায়। গ্রেইস মার্ক পেয়ে হয়তো পাশও জুটে যাবে ইনশাআল্লাহ; কিন্তু শিরক হলো এমনই এক আচরণবিধি, যা লঙ্ঘন করলে কোনো উপায় নেই। এটা এমনই এক নিকৃষ্ট কাজ, যা ঈমানকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ বেঈমান বানিয়ে দেয়।

সবচেয়ে শঙ্কার ব্যাপার হলো—শিরকের ফলাফল এর কোনো আনুপাতিক হারের ওপর নির্ভর করে না। তাওহিদকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার জন্য একটি শিরকই যথেষ্ট। আর এই শিরকের পরিণতি হলো বিনা হিসেবে চিরকালীন জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন কোনো মানুষের আমলনামায় যদি একটি বড় শিরকও থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির পরিণতি সেভাবেই বিনা হিসেবে চিরকালীন জাহান্নাম হবে, যেভাবে কোনো বিধর্মীর পরিণতি হবে বিনা হিসেবে চিরকালীন জাহান্নাম। এটা কারও মনগড়া কোনো কথা নয়, স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ প্রসঙ্গে বলছেন:

> আল্লাহ কিছুতেই তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ্ (কিয়ামতের দিন) ক্ষমা করবেন না...। [কুরআন ০৪: ১১৬]

> যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা হলো জাহান্নামের আগুন। আর এমন যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। [কুরআন ০৫: ৭২]

নিচ্ছে।

বর্তমান সমাজের মুসলমানরা দীনকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে শিরক এবং গুনাহের মধ্যে বিভাজন করতে পারছে না। ফলে অনেকেই নিজের অজান্তে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের মতো অন্যান্য আমল ঠিকমতো করেও অনেকে এই ঈমান বিধ্বংসী শিরকের জালে জড়িয়ে পড়ছেন।

শিরক কীভাবে একজন মুসলিমের অন্য সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়, তা একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝে নিতে পারি। ধরুন, আপনি একজন বিবাহিত মানুষ। আপনি জানেন আপনার স্ত্রী আপনার খুবই অনুগত। আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে অনেক কিছুই করে। প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সময় সদ্য ভাঁজ ভাঙা শার্ট আপনার গায়ে পরিয়ে দেয়, আপনার কথার ওপর কখনো কথা বলে না। আপনার পছন্দের খাবার সব সময় রান্না করে। আপনার জন্য সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে অপেক্ষা করে। মোটকথা একজন স্ত্রীর যেসব কাজ করলে একজন স্বামী তার প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে, সে তার সবই সম্পন্ন করে। কিন্তু...

একদিন আপনি অফিস থেকে বিনা নোটিশে হঠাৎ অসময়ে বাসায় ফিরেছেন। কলিং বেল দিচ্ছেন, কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না, খুলছে না, খুলছে না। অনেকক্ষণ পর দরজা খুলল এবং আপনি দেখতে পেলেন যে, এক অপরিচিত পুরুষ আপনার 'বেডরুমে' আপনার স্ত্রীর সঙ্গে। সে নাকি তার দীর্ঘ দিনের প্রেমিক!

আপনি কী করবেন? আপনি কি আপনার স্ত্রীর রান্না খাবার আর খাবেন? তার সেবাযত্ন আপনি গ্রহণ করবেন?

কিন্তু কেন? এমন কেন করবেন? সে তো আপনার অনেক সেবাযত্ন করে, আপনার অনেক হুকুম মানে। তারপরও কেন আপনি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন?

কারণ একটাই, সে আপনার একান্ত নিজের অধিকারে অন্যকে শরিক করেছে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর এই অধিকার হলো স্বামীর 'তাওহিদ' স্বামীর এককত্ব। এখানে কোনো সুস্থ পুরুষ অন্য কাউকে শরিক করা সহ্য করে না। আর যখন স্ত্রী স্বামীর সে অধিকারে অন্যকে শরিক করেছে, একমাত্র স্বামীর জন্য সংরক্ষিত এলাকায় অন্যকে প্রবেশ করতে দিয়েছে, তখন আর কোনো স্বামী তা সহ্য করেন না।

আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নিকৃষ্ট পানি থেকে। আমাদের ব্যক্তিত্ব যদি শিরক গ্রহণ করতে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে চিন্তা করুন তো! মহান আল্লাহ, আহ্সানুল খালিকিন, আহ্কামুল হাকিমিন, বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, চিরন্তন-

চিরস্থায়ী সত্তা মহান আল্লাহ কি তাঁর সঙ্গে শিরক করার পরও আমাদের অন্যান্য আমল কবুল করবেন?

এই বইটি মহান আল্লাহর তাওহিদের ওপর এক কালজয়ী গ্রন্থ। অনেকগুলো অধ্যায় রয়েছে এই বইয়ে, যেগুলোর প্রতিটিতে একাধিক শিরকি কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আশা করি বইটি মনোযোগের সঙ্গে আপনারা পাঠ করবেন এবং শিরকমুক্ত জীবন গঠনে প্রত্যয়ী হবেন। এই বইয়ের লেখক, ব্যাখ্যাকার, সংকলক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং এই বই প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা যত সহযোগিতা করেছেন, মহান আল্লাহ তা কবুল করে নিন। তাদের প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাদেরকে শিরকমুক্ত তাওহিদের নির্মল আলোকচ্ছটায় আলোকিত জীবন গঠনের তাওফিক দান করুন।

সিয়ান পাবলিকেশন থেকে কালজয়ী এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ, আমাদের মাফ করে দিন, ক্ষমা করে দিন, কবুল করে নিন।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

প্রধান সম্পাদক

সিয়ান পাবলিকেশন

ahmedrafique1000@gmail.com

অধ্যায়—১

তাওহিদ

১.১

আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের কাছে কোনো রিজিক চাই না, আর আমি চাই না যে—তারা আমাকে খাবার দেবে। নিশ্চয় আল্লাহই রিজিকদাতা, তিনি শক্তিধর, পরাক্রমশালী। [কুরআন ৫১: ৫৬-৫৮]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে জানাচ্ছেন যে, মানুষ ও জিনজাতির স্রষ্টা তিনিই। এই সৃষ্টিকর্মের পিছনে প্রজ্ঞা হলো তারা যেন শুধু তাঁরই ইবাদত করে। অন্য কারও উপাসনা করাকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি নিজের কোনো লাভের জন্য তাদের সৃষ্টি করেননি। তিনি এদের সবার রিজিক সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তিনিই সবচেয়ে সত্যবাদী। আর তিনি তা পূর্ণ করতেও সক্ষম। কারণ তিনি সর্বক্ষমতাময়, সর্বশক্তিমান।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. জিন ও মানুষ সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর প্রজ্ঞা হলো তারা যেন একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করে।
২. আয়াতটি জিনের অস্তিত্ব নিশ্চিত করে।

৩. আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে একেবারেই অমুখাপেক্ষী।
৪. সকল রিজিকের উৎস আল্লাহ; জিন ও মানবজাতিকে আদেশ করা হয়েছে নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে সেই রিজিক খুঁজে নিতে।
৫. আয়াতটি থেকে আল্লাহর দুটি নামের প্রমাণ মেলে। আর-রায্যাক (সবকিছু সরবরাহকারী) এবং আল-মাতীন (ক্ষমতার মালিক)।

তাওহিদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা:

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টির মধ্যে নিহিত উদ্দেশ্য হলো তারা যেন শুধু আল্লাহরই উপাসনা করে এবং অন্য সবকিছুর উপাসনাকে প্রত্যাখ্যান করে।

১.২

আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٦

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং পরিহার করো তাগুতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারও ওপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো অতঃপর দেখো অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে। [কুরআন ১৬: ৩৬]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে জানাচ্ছেন যে, তিনি প্রতিটি জাতির কাছে রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন । তাদের আহ্বান করেছেন, যেন তারা একমাত্র উপাস্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। অন্য সকল মিথ্যা দেবদেবী আর উপাসিতকে প্রত্যাখ্যান করে। রাসুলদের কাছ থেকে এই বার্তা জানতে পারা মানুষেরা দুই দলে বিভক্ত। একটি দলকে আল্লাহ কল্যাণের দিকে পথ দেখিয়েছেন। রাসুলদের আনীত বার্তার প্রতি তারা ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছে। তাদের যা কিছু থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে বিরত থেকেছে। দ্বিতীয়

দলটি সাফল্যবঞ্চিত। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের প্রদর্শিত পথকে গোঁয়ারের মতো প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত শাস্তির কিছু নমুনা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে এগুলোর প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে আল্লাহর আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতি হলো আদ, সামুদ এবং ফিরআউনের বাহিনী।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।
২. এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সকল যুগে সকল জাতির প্রতি আল্লাহর বার্তার মূল কথা একই। শুধু এক রাসুলের আগমনের পর আগের রাসুলের শরিয়তের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো রহিত হয়।
৩. সকল রাসুলের মিশন ছিল মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং মিথ্যা উপাস্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে বলা।
৪. হিদায়াত ও সাফল্য শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে।
৫. আল্লাহ কারও জন্য কোনো কিছু নির্ধারিত রেখেছেন বলেই যে তিনি সে বিষয়ে সন্তুষ্ট, এমন কোনো কথা নেই।
৬. আল্লাহর প্রতি কুফরির কারণে পূর্বেকার অনেক জাতি আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের নিয়তে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা উত্তম।

তাওহিদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা:

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর উপাসনা পরিত্যাগ না করলে আল্লাহর ইবাদত করেও কোনো লাভ নেই।

১.৩

আল্লাহ বলেন:

۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য:

ইসলামি সমাজে প্রতিবেশী তিন ধরনের:

১. প্রথম শ্রেণির জন্য রয়েছে তিন ধারার অধিকার। ক) আত্মীয়তার অধিকার। খ) মুসলিম হিসেবে প্রাপ্য অধিকারও। গ) নিকট প্রতিবেশীর অধিকার।
২. দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য রয়েছে দুই প্রকার অধিকার। ক) মুসলিম হিসেবে প্রাপ্য অধিকার। খ) প্রতিবেশী হিসেবে প্রাপ্য অধিকার।
৩. তৃতীয় শ্রেণির জন্য রয়েছে কেবল এক প্রকারের অধিকার। অর্থাৎ শুধু প্রতিবেশীর অধিকার। এই অধিকারের মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত বিধর্মীদের প্রাপ্য সাধারণ অধিকারও শামিল।

১.৫

আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

বল, 'এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিয্ক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। [কুরআন ০৬: ১৫১]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে কিছু হারাম বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে আদেশ করেছেন, তিনি যেন মানুষকে এগিয়ে এসে আল্লাহর এই হুকুমগুলো শুনতে বলেন। শিরকে লিপ্ত মানুষেরাই নেক আমলের বিরোধিতা

করে বেশি। তাই আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরিক স্থাপন করার ব্যাপারে শুরুতেই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন তিনি। এরপর একে একে উল্লেখ করেছেন তাদের কৃত আরও অনেক মন্দ কাজের কথা। সবগুলোই হারাম তথা নিষিদ্ধ।

মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের আদেশ দেওয়ার পর আল্লাহ বলেছেন, সন্তানদের যেন হত্যা না করা হয়। এটি গুরুতর পাপ। এর ফলে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো গুনাহ হয়। জাহিলি যুগে এভাবে সন্তান হত্যা করার সবচেয়ে প্রচলিত কারণ ছিল দারিদ্র্যের ভয়। এই ভয়কে প্রশমিত করার জন্য আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের ও তাদের সন্তানদের সকলেরই রিজিকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন।

এরপর প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবাধ্যতা নিষিদ্ধ করেছেন আল্লাহ তাআলা। বিনা বিচারে কাউকে হত্যা করা মহাপাপ, কারণ যা-ই হোক-না কেন। অবৈধ রক্তপাতের ফলে সমাজে নানাবিধ সমস্যা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন: সামাজিক অস্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, প্রতিশোধপরায়ণতা, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া। তাই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে আল্লাহ খুবই জোর দিয়েছেন। আয়াতের শেষে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, এটি তাঁর আদেশ। তাহলে বান্দারা এর গুরুত্ব বুঝে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারবে।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. শিরক নিকৃষ্টতম পাপ। শিরক প্রত্যাখ্যান না করলে তার আর কোনো আমলই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।[১] গুরুত্বের কারণে আল্লাহ এটি প্রথমে উল্লেখ করেছেন।
২. পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ও কর্তব্যপরায়ণতা বাধ্যতামূলক।
৩. সন্তান হত্যা ইসলামে হারাম। গর্ভাবস্থা শুরুর চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে গর্ভপাত করাও একই কারণে হারাম।[২]
৪. আল্লাহ গোটা মানবজাতির রিজিক সংস্থানের দায়িত্ব নিয়েছেন।
৫. দারিদ্র্যের ভয়ে গর্ভরোধ করার প্রচেষ্টা সেই জাহিলি যুগ থেকে চলে আসা প্রথা।
৬. লজ্জাজনক পাপ, যেমন: ব্যভিচার ও পরকীয়া এবং সেগুলোর সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী সকল কাজ (গোপন প্রেম, চুমু দেওয়া, স্পর্শ করা) ইসলামে হারাম।

[১] কুরআন ০৪: ১১৬।
[২] এর অর্থ এই না যে, চল্লিশ দিনের আগে তা জায়েয। সেটাও হারাম, শুধু তখন সেটা হত্যা বলে গণ্য হবে না। এ-ই যা। মায়ের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে গর্ভপাতের অনুমতি আছে।

অধ্যায়—২

তাওহিদের মাহাত্ম্য এবং এর মাধ্যমে গুনাহ মাফ

২.১

আল্লাহ বলেন:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢

যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। [কুরআন ০৬: ৮২]

যারা ঈমানকে শিরকের মাধ্যমে দূষিত না করে বিশুদ্ধ তাওহিদ চর্চা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি একটি প্রতিশ্রুতির কথা জানাচ্ছেন এই আয়াতে। তারা আখিরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে। আর ইহজগতে আল্লাহ তাদের পরিচালিত করবেন সিরাতুল মুসতাকিম তথা সরল পথে।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. শিরক-মিশ্রিত ঈমানের কোনো মূল্য নেই।
২. আল্লাহ তাআলা শিরককে জুলুম (অন্যায়, অনাচার) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
৩. যারা ঈমানকে শিরকের সঙ্গে মিশ্রিত করে না, তাদেরকে আখিরাতে জাহান্নামের

আগুন থেকে নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

তাওহিদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা:

তাওহিদ চর্চা করা এবং সকল কবিরা গুনাহ থেকে তওবা করা অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকা যাবে। উল্লিখিত আয়াত থেকে এই বিষয়টি জানা যায়। আর যারা বিশুদ্ধ তাওহিদ চর্চা করলেও কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, তারাও চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে; কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের আগে সাময়িকভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে, যদি না আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

২.২

উবাদা ইবনুস সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি শরিকবিহীন। মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। ঈসা তাঁর বান্দা, রাসুল, কালাম যা মারইয়ামের প্রতি অবতীর্ণ ও তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ। জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। যে এই সবগুলো সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তার আমল যা-ই হোক-না কেন। [সহিহ বুখারি]

আমলের ক্ষেত্রে অন্যথা হওয়া সত্ত্বেও যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এই হাদিসে। তারা কালেমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়, এর অর্থ বুঝে ও সে অনুযায়ী ইবাদত করে। আল্লাহর বান্দা ও রাসুল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবস্থান স্বীকার করে তারা। পাশাপাশি ঈসা ﷺ-কেও বিশ্বাস করে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল হিসেবে। মারইয়াম ﷺ-এর গর্ভে আল্লাহর কালাম তথা 'কুন (হও)' আদেশের মাধ্যমে ঈসার জন্ম হয়। কিছু দুরাচারি ইহুদি যে মারইয়ামের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, আল্লাহ তাকে তা থেকে মুক্ত করেছেন। হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা জান্নাতকে মুমিনদের ও জাহান্নামকে কাফিরদের আবাসস্থল হিসেবে বিশ্বাস করে। ঈমানদার অবস্থায় মারা যাওয়া মানুষদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

উল্লিখিত হাদিস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. ঈমানের সাক্ষ্য গোটা দীনের সারকথা।

অধ্যায়—৩

বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ

৩.১

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [কুরআন ১৬: ১২০]

আল্লাহর রাসুল ইবরাহিম ﷺ ছিলেন দীনের একজন নেতা এবং কল্যাণের শিক্ষক। তার প্রতিপালকের প্রতি সর্বদা বিনীত ও অনুগত ছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি সকল প্রকারের শিরক প্রত্যাখ্যান করেছেন। কথা, কাজ, বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে শিরক থেকে বেঁচে থেকেছেন। নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেছেন অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনায়। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ আমাদের এই বিষয়গুলোই জানিয়েছেন।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. দীনের ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ।
২. শুধুমাত্র আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত করার মাধ্যমে ইবরাহিম ﷺ-কে অনুসরণ করা আবশ্যক।
৩. যিনি ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন, তার দায়িত্ব হলো সকল কাজে মানুষের সামনে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
৪. ইবাদতের সঠিক প্রকৃতি চিরকাল অপরিবর্তিত ছিল। নবি-রাসুলগণ সেই দৃষ্টান্ত

দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

৫. শিরক প্রত্যাখ্যান না করলে তাওহিদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬. জাহিলি যুগের কুরাইশরা দাবি করত যে, শিরক চর্চার মাধ্যমে তারা ইবরাহিম ﷺ-এর দীন অনুসরণ করছে। তাদের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

তাওহিদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা:

ইবরাহিম ﷺ-এর এই চারটি বৈশিষ্ট্য যে অর্জন করতে পারবে, সে বিনা বিচারে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। এই চারটি গুণ হলো আল্লাহর ইবাদাত করা, আল্লাহর আনুগত্য করা, নেক আমল করা ও শিরক প্রত্যাখ্যান করা।

৩.২

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ خَشۡيَةِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ۝٥٧ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ يُؤۡمِنُونَ ۝٥٨ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ ۝٥٩ وَٱلَّذِينَ يُؤۡتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةٌ أَنَّهُمۡ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ رَٰجِعُونَ ۝٦٠

নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহে ঈমান আনে। আর যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না, আর যারা যা দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে, তারা তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। [কুরআন ২৩: ৫৭-৬০]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের চারটি প্রশংসনীয় গুণ উল্লেখ করেছেন।

১. তারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করে।

২. তারা আল্লাহর নাজিলকৃত আয়াত এবং প্রাকৃতিক আয়াতে বিশ্বাস করে (নাজিলকৃত আয়াত বা নিদর্শন হলো ওয়াহি। আর প্রাকৃতিক আয়াত বা নিদর্শন হলো গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতুবৈচিত্র্য, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ)। এগুলো আল্লাহর অস্তিত্বের এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত বার্তার সত্যতার প্রমাণ। মুমিনরা এ সকল আয়াত দেখে হিদায়াত পায়, প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা থেকে

অধ্যায়—৪

শিরকের ভয়

৪.১

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সা থেকে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে। [কুরআন ০৪: ৪৮]

শিরক সবচেয়ে মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম পাপ। এর শাস্তিও কঠোরতম। কারণ এর মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রবকে অসম্মান করা হয়। আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ দাবি করা হয়। আল্লাহ এই আয়াতে জানিয়েছেন যে, শিরকে লিপ্ত এবং মুশরিক হিসেবে মারা যাওয়া ব্যক্তিকে তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না; কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী যদি জীবদ্দশায় কোনো পাপকাজ করেও থাকে, আল্লাহ নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী তা ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারপর ব্যাখ্যা করা হয়েছে মুশরিকের ক্ষমা না পাওয়ার কারণ। সে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরিক করেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহকে অস্বীকার ও তাঁর ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে সে। এটি এমন এক পাপ, যার সঙ্গে অন্য কোনো পাপের তুলনাই চলে না।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. শিরক আকবারের অপরাধ কাঁধে নিয়ে যারা মারা যাবে, তারা নিশ্চিত জাহান্নামি।

২. আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় কবিরা গুনাহও করে, তবুও আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছে অনুযায়ী সে ক্ষমা পেতে পারে।
৩. খারিজি এবং মুতাযিলা—উভয় গোষ্ঠীর প্রতি এই আয়াতে জবাব দেওয়া হয়েছে। খারিজিরা কবিরা গুনাহগারদের ওপর কুফরির অপবাদ দিত। আর মুতাযিলারা বিশ্বাস করত যে, কবিরা গুনাহগাররা চিরস্থায়ী জাহান্নামি।
৪. আল্লাহর ঐশী ইচ্ছার প্রমাণ। এটি আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য বা সিফাত।

তাওহিদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা:

শিরকের অপরাধে অপরাধীদের আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। এটি সকলের প্রতিই সতর্কবার্তা।

৪.২

আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

আর স্মরণ কর ‘যখন ইবরাহীম বলল, ‘হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন’। [কুরআন ১৪: ৩৫]

ইবরাহিম ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন, যেন মক্কাকে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার একটি স্থান বানানো হয়। কারণ ভীতি ও বিশৃঙ্খলা মানুষকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেয়। এরপর প্রতিপালকের কাছে আরেকটি অনুরোধ করেন ইবরাহিম। আল্লাহ যেন তাকে ও তার পরিবারকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করেন। কারণ তিনি এর ভয়াবহতা সম্পর্কে ভালো করেই অবগত। এ-ও জানতেন যে, কত সহজেই শিরকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে মানুষ।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. অন্য সকল শহরের ওপর মক্কার মর্যাদা।
২. মক্কার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য ইবরাহিম ﷺ-এর দুআ।